

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬৯০

১/ বিবিধ

আরবী

أطعمني جبريل الهريسة من الجنة لأشد بها ظهري لقيام الليل
موضوع

أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (374) وكذا ابن حبان (2 / 290) وابن عدي (291 / 2) وتمام (29 / 114 - 115) من طريق محمد بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن خراش عن حذيفة، وقال تمام: "لم يرو هذا الحديث إلا محمد بن الحجاج". وقال ابن عدي: "وهذا حديث موضوع، وضعه محمد بن الحجاج". وقال فيه ابن حبان: "كان محمد يروي الموضوعات عن الأثبات، لا تحل الرواية عنه". وقد أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق هذا الكذاب بألفاظ مختلفة ثم قال: (3 / 18): "هذا حديث وضعه محمد بن الحجاج وكان صاحب هريسة (!) وغالب طرقه تدور عليه، وسرقه منه كذابون وتعقبه السيوطي كعاداته في "اللآلي" بأن له شواهد كثيرة (2 / 234 - 237) ولو أردنا الكلام عليها لطال بنا المقال فحسبي أن أتكلم على شاهد واحد منها هو خيرها باعتراف السيوطي لتعرف حقيقة أمر هذا الشاهد ثم تقيس عليه ما غاب عنك من الشواهد الأخرى

قال الأزدي: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن زبالة: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي: حدثنا عمر [و] بن بكر عن أرطاة عن مكحول عن أبي هريرة قال: شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل قلة الجماع

فتبسم جبريل حتى تلاً مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من بريق ثنايا جبريل، ثم قال: أين أنت عن أكل الهريسة فإن فيها قوة أربعين رجلاً؟ قال الأزدي: " إبراهيم ساقط، فنرى أنه سرقه وركب له إسناداً قال السيوطي (2 / 236) : " قلت: إبراهيم روى له ابن ماجه، وقال في " الميزان " : قال أبو حاتم وغيره: صدوق، وقال الأزدي وحده: ساقط قال: ولا يلتفت إلى قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقا. انتهى وحينئذ فهذا الطريق أمثل طرق الحديث ". قلت: لم ينفرد الأزدي بجرح إبراهيم هذا بل سبقه إلى ذلك الساجي فقال كما في " التهذيب " : " يحدث بالمناكير والكذب ولست أشك أن حديثه هذا كذب فإن لم يكن هو آفته فهو شيخه عمرو بن بكر وهو السكسكي قال ابن حبان (2 / 78) : " روى عن الثقات الأو ابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة، لا يحل الاحتجاج به ". وقال الذهبي: " أحاديثه شبه موضوعة على أن ابن زبالة قريب منه في الضعف، قال ابن حبان (2 / 132) : " يروي عن المدنيين الثقات الأشياء المعضلات

বাংলা

৬৯০। আমাকে জিবরীল জান্নাতের হারীসাহ (এক প্রকারের খাদ্য বিশেষ) আহার করিয়েছেন, যাতে করে আমি কিয়ামুল লাইলের জন্য আমার পিঠকে তা দ্বারা শক্তিশালী করতে পারি।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যোয়াফা" (৩৭৪) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে ইবনু হিব্বান (২/২৯০), ইবনু আদী (২/২৯১) এবং তাম্মাম (২৯/১১৪-১১৫) মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-লাখমী সূত্রে আবদুল মালেক ইবনু উমায়ের হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তাম্মাম বলেনঃ একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেনঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। মুহাম্মাদ এটিকে জাল করেছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেনঃ মুহাম্মাদ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে

জাল হাদীছ বর্ণনাকারী। তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়।

হাদীছটিকে ইবনুল জাওয়ী “আল-মাওয়ু’আত” গ্রন্থে এই মিথ্যেকের সূত্রেই বিভিন্ন বাক্যে বর্ণনা করে (৩/১৮) বলেছেনঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। মুহাম্মাদই এটিকে বানিয়েছেন। তিনিই সূত্রগুলোর কেন্দ্রবিন্দু। তার থেকে মিথ্যুকরাই চুরি করেছে।

সুযুতী “আল-লাআলী” (২/২৩৪-২৩৭) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ এটির বহু শাহেদ রয়েছে। সেগুলোর সর্বোত্তম শাহেদ যেটি সেটির সনদে সম্পর্কে বলেনঃ তিনি সাকেত। তিনি হাদীছটি চুরি করে তাতে সনদ লাগিয়ে দিয়েছেন।

শুধুমাত্র আযদীই তার সমালোচনা করেননি। তার সম্পর্কে সাজী বলেনঃ তিনি মুনকার এবং মিথ্যা হাদীছ বর্ণনাকারী যেমনটি “আত-তাহযীব” গ্রন্থে এসেছে।

আমি (আলবানী) তার হাদীছটি মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করছি না। যদি তিনি এটির সমস্যা নাও হন, তাহলে তার শাইখ আমর ইবনু বাকর আস-সাকসাকী হচ্ছেন হাদীছটির সমস্যা। কারণ তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (২/৭৮) বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বহু বিপদ বর্ণনা করেছেন ... তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেনঃ তার হাদীছগুলো জালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ছাড়া আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে যাবালাও দুর্বলের নিকটবর্তী। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য মাদানীদের থেকে মু’জাল হাদীছগুলো বর্ণনাকারী।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71569>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন